২.১

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়
যশোর।

স্টেক হোল্ডার সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থানঃ দৌলতপুর মিনিফিলেচার কেন্দ্র।
সভার তারিখঃ ১২/১২/২০২০ইং

সভাপতিঃ জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, যশোর।

সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা পরিশিষ্ট "ক"।
সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিতে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর ধারাবাহিক ভাবে অন্যান্য আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। তারপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জনাব নাসিরউদ্দিন, সহকারী পরিচালক (মনিটরিং) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী তিনি অবহিত করেন, আমরা পূর্বে জমির আইলের ধারে, পতিত জমিতে, খালের ধারে, বাঁধের ধারে, রাস্তার ধারে তুঁত চাষ করতাম। এতে করে আমাদের ফসল উৎপাদন কম হতো। কিন্তু ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করলে দ্বিগুন উৎপাদন হবে। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বলেন ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতে হলে ১ বিঘা জমির প্রয়োজন হবে। তিনি সকলকে অবহিত করেন রাজশাহী রেশম কারখানা ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা চালু হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এতে রেশম গুটি ক্রয়ের কোন অসুবিধা হবে না। তিনি জানান, "বাংলাদেশের রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও সমন্বিত শীর্ষক" প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় আগামী দুই এক মাসের মধ্যে অনুমোদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে গুটির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পরিচালক (সম্প্রসারণ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী মহোদয় বলেন এক বিঘা জমিতে রেশম চাষ করলে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সাত কিস্তিতে অনুদান প্রদান করা হবে। এবং সেই সাথে বিনা মূল্যে চাষিদের ১৬০০টি তুঁত চারা বিতরণ করা হবে। তিনি আরও অবহিত করেন ইতোপূর্বে যারা পলুঘর পেয়েছে ঐ পলুঘর মেরামতের জন্য আরও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদানের সুব্যবস্থা রয়েছে। রেশম চাষী/বসনীরা বলেন তারা রেশম চাষ করতে ইচ্ছুক তবে গুটির ন্যায্য মূল্য তাদের দিতে হবে। আর্থাৎ গুটিরর মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। এবং গুটি উৎপাদন হওয়ার সাথে সাথে উৎপাদিত গুটি ক্রয়ের ব্যবস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১। যারা ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতে আগ্রহী তাদের কমপক্ষে ০১ (এক) বিঘা জমিত থাকতে হবে।
২। ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতে ইচ্ছুক আগ্রহী গণের তালিকা ম্যানেজার এর নিকট প্রদান করতে হবে।
৩। ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষে আগ্রহী গণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৪। গুচ্ছ আকারে একই এলাকায় ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ করতে হবে।
৫। চাষীদের উৎপাদিত গুটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০২১ রোপন মৌসুমে আগ্রহী চাষীগণকে তুঁত চারা বিতরণ করতে হবে।
বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি
(মোঃ আরিফ হোসেন)
উপপরিচালক
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়
যশোর।

স্মারক নং- ২৪.০৬.৪১০০.০৩৩.১০.০০৭.১৯-৩৭৮
২০/১২/২০২০ইং
তারিখঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
১। পরিচালক (সম্প্রসারণ), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
২। ম্যানেজার, রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, দৌলতপুর।
৩। অফিস কপি।